সংবাদ

তারিখ 8 7 MAR 2012
পৃ ১৬ কলাম ২

মাউশির মনিটরিং রিপোর্ট

৪৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ স্কুল শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন না

রাকিব উদ্দিন

ইংরেজি ২য়পত্র এবং গণিত ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) প্রায় সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু থাকলেও মাত্র ৫১ দশমিক ৪৩ ভাগ স্কুল নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন। ৪৮ দশমিক ৫৭ ভাগ স্কুলের শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন না। এসব স্কুলের শিক্ষকরা বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির কাছ থেকে প্রশ্ন কিনে এনে অভ্যন্তরীণ ক্লাস পরীক্ষা নিয়ে থাকে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রায় সব স্কুলের শিক্ষকদেরই সৃজনশীল বিষয়ের ওপর একাধিক কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ও দিচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সর্বশেষ একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্টে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (এসইএসডিপি) প্রকল্পের অর্থায়নে মাউশি'র পিএমকিউএইউ ইউনিট এ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

মাউশি'র তথ্যানুযায়ী দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৮ হাজার ৪০৪টি। মাউশি গত নভেম্বরে দেশের ৩ হাজার ৭১টি বিদ্যালয়ে পরিদর্শন বা সুপারভিশন করে সম্প্রতি এর প্রতিবেদন তৈরি করেছে। নভেম্বরে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ২০ দশমিক ২০ ভাগ।

স্কুল পরীক্ষায় বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিজেরাই যাতে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষক যদি নিজেরাই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন তাহলে তাদের মাঝে সক্ষমতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশ্নের মান গতানুগতিক হবে না। শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীল প্রশ্নের ভীতি দূর হয়ে যাবে। একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্ট তৈরির দায়িত্বে আছেন মাউশি'

স্কুল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

স্কুল : শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপপরিচালক (পিএমকিউএইউ) ওসমান ভূঁইয়া। তিনি সংবাদ'কে বলেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিজ নিজ শিক্ষক দ্বারা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে শিক্ষকদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষককে বইমুখী হতে হবে। এছাড়া শিক্ষকরা পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পেলে, তারা ভালো প্রশ্নপত্র' প্রণয়ন করতে পারবে।

জানা যায়, মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাই করার লক্ষ্যে এ সরকার সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করেছে। মাধ্যমিক স্তরের গণিত, ইংরেজি ও হিসাববিজ্ঞান ছাড়া বর্তমানে প্রায় বাকি সব বিষয়েই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু আছে।

মাউশি'র ৯টি অঞ্চলের মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরিতে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে চট্টগ্রাম ও বরিশাল। আর এগিয়ে আছে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ অঞ্চল।

ঢাকা অঞ্চল : ঢাকা অঞ্চলের ৫৯৭টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে, ৩৩৫টি বিদ্যালয়ের সব প্রশ্ন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করেছে, যা পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ৫৬ দশমিক ৯১ ভাগ। ৯৫টি বিদ্যালয় আংশিক প্রশ্নপত্র নিজেরা তৈরি করেছে এবং অন্য বিদ্যালয় বাইরে থেকে বিশেষ করে শিক্ষক সমিতির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র কিনে থাকে।

ময়মনসিংহ অঞ্চল : ময়মনসিংহের ৫২৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে, ৩৪১টি বিদ্যালয় (পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ৬৫ দশমিক ২০ ভাগ) সব প্রশ্ন সৃজনশীল পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন। আর ৭২টি বিদ্যালয় আংশিক এবং বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছে ২০৭টি বিদ্যালয়।

সিলেট অঞ্চল : সিলেট অঞ্চলে পরিদর্শনকৃত ৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪১টি বিদ্যালয়ে (পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ৪৯ দশমিক ৩০) সব প্রশ্নপত্র সৃজনশীল পদ্ধতিতে নিজেরা তৈরি করেছে, ২৩টি বিদ্যালয় আংশিক প্রশ্নপত্র নিজেরা তৈরি করেছে এবং ১৯টি বিদ্যালয় বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র কিনেছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিদর্শনকৃত ২৭২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫৪টি বিদ্যালয়ের (পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ১৯ দশমিক ৫ ভাগ) সব প্রশ্নপত্র নিজেরা প্রণয়ন করেছে। রংপুর অঞ্চলে পরিদর্শনকৃত ৭৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২৮টি বিদ্যালয়ের (পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ৫৩ দশমিক ৫০ ভাগ) সব প্রশ্ন কর্তৃপক্ষ নিজেরা তৈরি করেছে।

এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলে ৩৩৯টি পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫০টি বিদ্যালয়ের সব প্রশ্নপত্র নিজেরাই তৈরি করেছে। খুলনার ৭০৮টি পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৭৪টি বিদ্যালয় সব প্রশ্নপত্র নিজেরা প্রণয়ন করেছে। বরিশাল অঞ্চলে ৪০৩টি পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৬টি বিদ্যালয়ের সব প্রশ্নপত্র কর্তৃপক্ষ নিজেরা তৈরি করেছে এবং কুমিল্লা অঞ্চলের ১১৮টি পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৩টি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজেরা সব প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে।